R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.- WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

উৎসবে অনুষ্ঠানে
কিংবা প্রমোদ ভ্রমণে
ইনভিমেন্ট (এস)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
ভারতের যে কোন স্থানে
ভ্রমণের জন্য নির্ভরযোগ্য
বাস সার্ভিস

১২শ বর্ষ.
৩০শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২রা পৌষ বুধবার, ১৩৯২ সাল
১৮ই ডিসেম্বর ১৯৮৫ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ১৩৲সডাক

ঘোলাজলের আবর্তে দিশাহারা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কর্ণধাররা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ফরাক্কা : ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কর্ণধারেরা কাজের গতিপ্রকৃতি দেখে সগর্বে ১৯৮০ সালে ঘোষণা করেন ১৯৮৪ সালের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের একটি ইউনিট কাজ আরম্ভ করবে। পঃ বঙ্গের বামফ্রন্ট মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও বলেছিলেন এন, টি, পি, সি বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে এবং তার ফলে ফরাক্কাকে দেশের অন্যতম শিল্পনগরী হিসাবে গড়ে তোলা যাবে। এবং বেকার সমস্যার সুরাহাও সম্ভব হয়ে উঠবে। কিন্তু বর্তমানে প্রকল্পের কাজকে ঘিরে যে রাজনৈতিক ও বিভিন্ন ঘোলা জলের প্রাবল্য দেখা দিয়েছে তাতে সন্দেহ জাগে—কবে এই প্রকল্পের কাজ শেষ হবে? প্রথম ইউনিটটির কাজ ৮৪-র পর ৮৫তে শেষ হবে কিনা তার নিশ্চয়তা নাই। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, সরকারী ও বেসরকারী সব সংস্থাতেই দেখা দিয়েছে ব্যাপক শ্রমিক অসন্তোষ। নামীদামী কোম্পানীগুলিও শ্রমিক অশান্তি কাটিয়ে উঠতে পারছে না। ব্রিজ এণ্ড রুফ. এলমেচ, ই, এম, সি কোম্পানীগুলিতে মাঝে মাঝেই ক্লোজার, ছাঁটাই ও ধর্মঘটে কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে। এদিকে শ্রমিক অশান্তিকে মূলধন করে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা তাদের দলবৃদ্ধির ফায়দা তুলতে সচেষ্ট। এমনকি বামফ্রন্ট ইউনিয়নগুলি পরস্পরের মধ্যে রেশারেশির চূড়ান্ত পর্য্যায়ে এসে পৌঁচেছে। তাদের গড়মিলের সুযোগ নিয়ে মালিকপক্ষও অসামাজিক ব্যক্তিদের সাহায্যে শ্রমিক আন্দোলনকে পর্যুদস্ত করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শ্রমিকদিকে নিজেদের কব্জায় রাখতে প্রতিদিন বোমাবাজি খুনোখুনির ঘটনাও ঘটছে। ফলে ছোট ছোট (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

থানা কোঃ অপঃ মার্কেটিং সোসাইটি সম্পর্কে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ?

রঘুনাথগঞ্জ : স্থানীয় থানা মার্কেটিং কোঃ অপঃ সোসাইটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে। এ অভিযোগ বেশ কিছু পাট চাষীর। অন্যান্য অঞ্চলের মত এ অঞ্চলেও এবার পাট উৎপন্ন হয়েছে আশাতিরিক্ত। সে কারণে পাটের দর কমিয়ে দিয়ে যাতে বাজারে ফাটকাবাজী চালু না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে সরকার থেকে পাটের সর্বনিম্ন ক্রয়মূল্য বেঁধে দেওয়া হয়। সরকারের নিয়ম অনুযায়ী ব্যাঙ্ক থেকে আথিক সাহায্য নিয়ে কোঃ অপঃ সোসাইটিকে পাট কেনার দায়িত্ব ভার দেওয়া হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে স্থানীয় সোসাইটি সম্বন্ধে যেসব দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে তা যদি আংশিকও সত্য হয় তবে পাটচাষীদের অবস্থা যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকবে। পাটচাষীরা অভিযোগ করছেন পাট কেনবার সময় তাদিকে অহেতুক হয়রান করা হচ্ছে। থানা মার্কেটিং কোঃ অপঃ সোসাইটির চেয়ারম্যান নিজের খেয়াল খুশিমত আইন চালু করে অবস্থা ঘোরালো করে তুলছেন। চাষীদের পাট বিক্রী করে পয়সার জন্য দিনের পর দিন হয়রান হতে হচ্ছে। চেয়ারম্যান' ম্যানেজার বা স্পেশালিষ্ট অথবা অন্য কোন সভ্যের সঙ্গে পরামর্শ না করেই নিজেই পাটের মান নির্দ্ধারণ করে দাম বেঁধে দিচ্ছেন। কোন চাষী এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করতে গেলে তার পাট খরিদ করা হচ্ছে না এবং বিক্রয় ইচ্ছু চাষীর নাম লিষ্ট থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সোসাইটির জনৈক কর্মী নাকি চেয়ারম্যানের এইসব অগণতান্ত্রিক কাজের প্রতিবাদ করায় তাঁকে পাট ইউনিট হতে বস্ত্র ইউনিটে বদলী করা হয়েছে। চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ, তিনি তাঁর কিছু মনোনীত (৪র্থ পৃষ্ঠায়

'ফৌজদারী মামলায় এত ফাইনাল রিপোর্ট অবাঞ্ছনীয়'

ইন্সপেকটিং বিচারপতি

রঘুনাথগঞ্জ : মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন কোর্টের মামলা সংক্রান্ত কাজকর্ম তদারকিতে গত মাসে একটি টিম এ জেলায় আসেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি মুরারীমোহন দত্ত এবং ইন্সপেকটিং বিচারপতি এ, পি ভট্টাচার্য্য। গত ৪ ও ৫ ডিসেম্বর এই টিম জঙ্গিপুর কোর্টের কাজকর্ম পরিদর্শন করেন। বিচারপতি মুরারীমোহন দত্ত মহকুমার এ্যাডভোকেট, এ্যাডভোকেট ক্লার্ক এবং বিচার বিভাগের কর্মচারী প্রতিনিধিদের সাথে মিলিত হয়ে তাঁদের সুবিধা অসুবিধার কথা আলোচনা করেন। মহকুমা আদালতের কর্মচারীদের পক্ষ থেকে একটি দাবীসনদ তাঁকে দেওয়া হয়। আলোচনাকালে জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত 'বেকার ও নিম্নতম কর্মচারীদের প্রোমোশনে জেলা জজ অফিসের বিমাতৃসুলভ আচরণ' শিরোনামায় যে সংবাদ প্রকাশিত হয় সে সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন ও পরবর্ত্তীতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে তার ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। আরো জানা (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

এখনও হয়নি

সাগরদীঘি, ১০ ডিসেম্বর : সরকার অনুমোদন লাভের কয়েক বছর পর এখনও মনিগ্রাম রেল ষ্টেশনে বৈদ্যুতিকীকরণ হয়নি। এর মধ্যে বহু চেষ্টা করেও কোন ফল হয়নি। সর্বশেষ চেষ্টায় নেমেছেন মিশনারীরা। কারণ ষ্টেশনে বৈদ্যুতিকীকরণ হলে তাঁদের গীর্জায় বিদ্যুতের লাইন পেতে সুবিধা হবে। কৃষ্ণনগরে বিভাগীয় দপ্তরের কোন একটি ফাইলে মনিগ্রাম ষ্টেশন বৈদ্যুতিকীকরণ সংক্রান্ত নথিপত্র লাল ফিতের ফাঁসে আটকে আছে বলে জানা গেছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা পৌষ বুধবার, ১৩৯২ সাল

মজুরী বাড়লো কিন্তু

অরঙ্গাবাদ-ধুলিয়ান-জঙ্গিপুরে বিড়ি কারিগরদের বিড়ি বাঁধাই মজুরী বৃদ্ধি পাইল। শ্রমিক ইউনিয়নগুলির সংযুক্ত মোর্চা বিভিন্ন দাবীদাওয়া লইয়া গত ৯ ডিসেম্বর ধর্মঘটের নোটিশ দেওয়ার পর ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে তাহাদের একটি মাত্র দাবী—কারিগরদের মজুরী বৃদ্ধি মালিকপক্ষ মানিয়া লওয়াই আপাততঃ ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হইল। শ্রমিক পক্ষের দাবী ছিল—তাহাদিগকে কোম্পানীর কর্মী হিসাবে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে এবং কর্মীদের প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা দিতে হইবে সরকারের নির্দ্ধারিত সর্বনিম্ন মজুরীর ভিত্তিতে। কিন্তু মালিকপক্ষ তাহা কোন মতেই মানিতে চাহিলেন না। দরাদরি করিতে করিতে ইউনিয়নগুলি অগত্যা হাজারে দশ টাকা মজুরী পর্য্যন্ত নামিয়া আসিলেন। মালিকপক্ষ উঠিলেন গত বৎসরের মজুরীর অপেক্ষা এক টাকা চল্লিশ পয়সা অধিক পর্য্যন্ত। তাহাতেই নিষ্পত্তি হইল। ইহাতে মজুরীর হার হইল সর্বনিম্ন ৯'৬০ পঃ ও সর্বোচ্চ ৯-৬৮পঃ হাজার। শ্রমিক ইউনিয়নগুলি মাইকে তারস্বরে ঘোষণা করিলেন তাহাদের জয় হইয়াছে। তাহাদের জয় ঠিকই হইয়াছে। মালিকপক্ষের অনমনীয় হস্তমুষ্ঠি তাহারা ঈষৎ আলগা করিতে সক্ষম হইয়াছেন তথাপি সম্মুখে রহিয়াছে এক জিজ্ঞাসা কিন্তু ..।

এতদঞ্চলে যাহারা বিড়ি শ্রমিকদের সাথে পরিচিত তাহারা সকলে ভালরূপেই জানেন বিড়ি শ্রমিকরা কোনদিনই তাহাদের প্রাপ্য সঠিক ভাবে পান নাই। এবারে সেই দুরবস্থা দূর হইবে তো? তাহারা যাহাই হউক এই বর্দ্ধিত মজুরী পাইবেন তো? বিড়ি কারিগরদের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রীলোক। তাহাদের মধ্যে লেখাপড়া জানা লোকেরও অভাব। সেই কারণে কোম্পানীর নিযুক্ত মুন্সীদের দ্বারা তাহারা বরাবরই প্রবঞ্চিত হইয়া আসিতেছেন। তাহাদের জীবনের দুর্দ্দৈবের দিক ইহাই মজুরী 'ইরবাহ'। তাহাদিগকে এই বঞ্চনার হাত হইতে উদ্ধার করিয়া সঠিক প্রাপ্য পাইবার হকদার করিয়া তোলাই প্রকৃত কাজ। ইউনিয়নগুলি সেদিকে দৃষ্টি না দিয়া যদি কেবলমাত্র দলের স্বার্থে এবং আপন দলীয় প্রভাব বৃদ্ধির স্বার্থে সকল কিছু জানিয়া বুঝিয়াও শুধু মজুরী বৃদ্ধির নামে যাত্রার আসরের লড়াই লড়িয়া যান তবে তাহাতে বিড়ি কারিগরদের অবস্থার কোন উন্নতিই হইবে না বরং অধিক মজুরীর সুযোগ তাহাদিগকে আরোও বেশি বঞ্চিত করিবার সুযোগ উপস্থিত হইবে।

আসাম চুক্তি : সমস্যা মিটবে কি?

দুর্মুখ

আসাম আন্দোলন নিয়ে অনেক জল ঘোলা হবার পর আন্দোলনকারী নেতৃবৃন্দের সাথে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর একটি শান্তি চুক্তি সই হইবার পর ভারত সরকার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। কিন্তু তা সত্বেও আসামের কাছাড় প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে 'আমরা বাঙালী'র ডাকে বন্ধ পালিত হলো, হয়তো আরোও হবে। পশ্চিমবঙ্গেও বাম জননেতাদের বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রীর কণ্ঠে ঐ চুক্তির বিরূপ সমালোচনা শোনা যাচ্ছে। ফ্রন্টের বৈঠকে অধিকাংশ নেতা ঐ চুক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার। বিধানসভাতে আলোচনার তোড়জোড় চলছে। কংগ্রেসী নেতাদেরও চিন্তিত করে তুলেছে ঐ চুক্তি। তাঁরা হাইকমাণ্ডের সহি করা চুক্তির বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারছেনও না আবার মনেপ্রাণে চুক্তির সাফাইও গাইতে পারছেন না। চুক্তির বয়ানের আসল সমস্যা হলো ১৯৬৬ খৃঃ থেকে ১৯৭১ খৃঃ পর্য্যন্ত যাঁরা আসামে এসেছেন তাঁদের আগামী দশবছর কোন ভোটাধিকার থাকবে না। অনেকে বলছেন, ভোটাধিকার কেড়ে নিলে নাগরিক অধিকার থাকতে পারে না এবং সেক্ষেত্রে তাঁদের উপর অবিচার ও অত্যাচার হলে তাঁরা আইনের সাহায্যও পাবেন না। অগত্যা আসাম ত্যাগ ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর নেই। তখন সেই বিতাড়িত বাঙালীদের (যারা অধিকাংশই পূর্ব বাংলার অধিবাসী) বিপুল চাপ এসে পড়বে পশ্চিম বাংলার উপর। সে যাইহোক বোঝা যাচ্ছে আসাম সমস্যার মোদ্দা কথা হলো অনুপ্রবেশের সমস্যা। আসাম আন্দোলনের নেতারা অবশ্য বলেন—আসামে অনুপ্রবেশের ফলে সে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো বিপর্য্যস্ত, উপরন্তু প্রকৃত যাঁরা আসামবাসী তাঁরা বহিরাগতদের চাপে দিন দিন কোন ঠাঁসা হয়ে নিজেদের সত্তা হারাতে বসেছেন। সে কারণেই বহিরাগত অভারতীয় দিকে বিতারণের জন্য তাঁরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু এতথ্য যদি সত্য হতো তাহলে আন্দোলনকারী দলগুলির পিছনে নিশ্চয়ই সমগ্র আসামবাসীর সহযোগিতা থাকতো। কিন্তু দেখা যাচ্ছে আসামে বসবাসকারী বাঙালী, সেখানের আদিবাসী উপজাতিরা বা অহোমদের কোন সহযোগিতা তাঁরা এতদিন আন্দোলন করেও আদায় করতে পারেননি। ভয়, ভীতি ও সন্ত্রাসের ফলে তাঁরা চুপ করে আছেন, দলগুলির ডাকে আন্দোলনের সাফল্যও চোখে পড়ছে। কিন্তু সঠিকভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে তাঁদের পিছনে বাঙালী বা অহোম প্রভৃতি কারও সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার অস্তিত্ব নেই। কেন এমন হয়? তবে কি এই আন্দোলন সাবিক নয়? তবে কি এই আন্দোলনের অর্থ নৈতিক বৈষম্যের কথাটি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক এবং তা শুধু আন্দোলনকারী দলগুলির স্বার্থে প্রচার করা হচ্ছে? প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর চুক্তি স্বাক্ষর করা দেখে কিন্তু স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে তিনি আসাম আন্দোলনের অভ্যন্তরের কারণগুলি খুঁটিয়ে না দেখেই শুধুমাত্র দেশের জনগণকে ষ্ট্যান্ট দিতে কিংবা যেমন করেই হোক তাড়াতাড়ি আসামকে শান্ত করতে, অহোম মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর শইকিয়ার পরামর্শকেও অগ্রাহ্য করেই সংখ্যালঘু আন্দোলনকারী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন। এতে যে আসামে নূতন করে অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে এটা তিনি খতিয়ে দেখেননি এছাড়াও ভালভাবে অনুধাবন করলে তিনি সহজেই উপলব্ধি করতে পারতেন আসামের আন্দোলন তোন গণ আন্দোলন নয়, ঐ আন্দোলনকে বিকৃত রূপ দেওয়া হয়েছে সন্ত্রাসের বিভীষিকা ছড়িয়ে। হীতেশ্বর শইকিয়া সেটা বুঝছিলেন তাই তিনি শাসনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সেই সমস্যার মোকাবিলা করে সন্ত্রাসবাদী দলগুলিকে প্রায় কোণঠাসা করে এনেছিলেন। কিন্তু রাজীব গান্ধীর অধৈর্য্যতার সুযোগ নিয়ে সংখ্যালঘু সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী নেতারাই নিজেদের কোর্টে বল টেনে নিলেন।

আসাম সমস্যা যদি আদি অসমীয়াদের বাঁচা মরার সমস্যা হতো তাহলে আদি অসমীয়াদের এই আন্দোলনে এতো অনীহা কেন? কেন আন্দোলন পরিচালনায় কোন প্রকৃত অসমীয়াকে নেতৃত্ব করতে দেখা গেল না! কেন অসমীয়াবাসী কায়স্থ প্রফুল্ল মোহান্ত, অসমীয়া ভাষী ব্রাহ্মণ ভৃগু ফুকনকেই আন্দোলন পরিচালনা করতে দেখা গেল। ইতিহাসের বিচারে এরাওতো গৌড় অঞ্চল থেকে এসে আসামে বসবাসকারী বহিরাগতদেরই উত্তর পুরুষ! তাহলে আসাম সমস্যার মূল কোথায় প্রোথিত রয়েছে ভেবে দেখা উচিত। প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে বৃটিশ যুগ পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ থেকে বাঙালীরা আসামে প্রবেশ করে আসামের যাবতীয় সরকারী ও বেসরকারী কর্তৃত্ব কবজা করে। ওদিকে থাইল্যাণ্ড ও বার্ম্মা থেকে অহোমরা এসেও আসামের মূলধারার সাথে এক হয়ে এক নূতন ভাষা ও সংস্কৃতি গড়ে তোলে। অসমীয়া ভাষার সে কারণেই বাংলা ভাষার সঙ্গে অনেক মিল রয়েছে এবং অক্ষরেও সাদৃশ্য রয়েছে। অসমীয়া সংস্কৃতিও বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্য বর্তমান। তবে সমস্যাটা কোথায়? সমস্যাটা হচ্ছে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ ভাগ হওয়ায় পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে আসা বাঙ্গালীরা পশ্চিম বাংলায় ও আসামে বসতি স্থাপন করে। তারফলে আসামের ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকরীর ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। সেই অবস্থায় পুরানো বাঙ্গালীরা নিজে দিকে অসহায় বোধ করতে শুরু করে। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে আসাম আন্দোলনের ভিতর দিয়ে স্থিত পুরানো বাঙ্গালীদের সাথে নবীন পূর্ববঙ্গবাসী বাঙ্গালীদের যাঁরা আসামে নিজদিকে প্রতিষ্ঠিত করতে নূতনভাবে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু এই আন্দোলন অযৌক্তিক। কেননা দেশ বিভাগের পূর্বে নেতারা শ্রুতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, দেশ বিভাগের ফলে পূর্ব পাকিস্থানে পড়ে থাকা হিন্দুরা এদেশে এলে তাদিকে সাদরে গ্রহণ করা হবে। সে প্রতিশ্রুতির দিকেই দৃষ্টি রেখে প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী আসাম আন্দোলনের নেতাদের দাবীমত ১৯৬১ খৃষ্টাব্দকে কিছুতেই চুক্তির ভিত্তি বৎসর মেনে নেননি। তিনি চেয়ে ছিলেন ১৯৭১ এর পর (বাংলাদেশ সৃষ্টির পর) যাঁরা এদেশে এসেছেন (৩য় পৃষ্ঠায়)

খরা প্রতিরোধী আখ

শুখা অঞ্চলে আখের ভালো ফসল তোলার জন্য খরা প্রতিরোধী আখের জাত এবং মাটির রসরক্ষণতা এই দুটি বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া একান্ত দরকার। অন্ধ্র প্রদেশের, কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের একটি সংবাদে এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। খরা অঞ্চলে ভালো ফলনের জন্য Co-9609 এবং Co-740 ভালো। যেখানে মাটির রস দ্রুত শুষ্কশীল, সেখানে প্রতি হেক্টারে ২০০ কেজি পটাশিয়াম, দুই দফায়, আধা আধি ভাগে একবার আখ বোনার সময় ও আর একবার মাটি নিড়িয়ে দেওয়ার সময় প্রয়োগ করতে হবে।

এছাড়াও মাটির রস সংরক্ষণ করতে, আখ বোনার তৃতীয় দিনে খড়-পাতা দিয়ে মালচ তৈরী করে তা বিছিয়ে দিলেও মাটির রস সংরক্ষিত হয়। সেচ এর সুবিধা হলে সেচ দিতে হবে। তার পর আবার আখ বোনার ৩০ দিন পরে সেচ দিতে হবে। এছাড়াও খরা অঞ্চলের আখের রস বৃদ্ধি ঘানোর জন্য সারির ভেতর ৭৫ সেমি রাখতে হবে এবং আখ পাকার জন্য ইথবেল ৮½ মাস বয়সের আখ ফসলে ১০০ পি, পি, এম অনুপাতে স্প্রে করে দিতে সুপারিশ করা হয়।

(এফ-আই-ইউ)

গোয়ালদের অত্যাচার

সাগরদীঘি : কিছুদিন থেকে মনিগ্রাম ও দোগাছি গ্রামের কিছু দুর্ধর্ষ গোয়ালা রাতের অন্ধকারে মোষ দিয়ে মাঠের ধান, বন বিভাগের কচি চারা গাছ খাইয়ে দিচ্ছিল। স্থানীয় থানায় এ ব্যাপারে অভিযোগ করা হলে পুলিশ বন বিভাগের কর্মীদের সহযোগিতায় সাতজন গোয়ালাসহ একপাল মোষ আটক করে।

দীনের সেবায় পুলিশ, বোমে আহত ১১

ধুলিয়ান : দেরিতে পাওয়া এক খবরে প্রকাশ, সমসেরগঞ্জ থানার পুলিশকর্মীগণ কালীপুজা উপলক্ষে সারাদিন ধরে নরনারায়ণ সেবায় ব্যস্ত থাকেন। বিশেষ করে মেজ দারোগা দয়াল মুখার্জী ও ছোট দারোগা কুমারেশবাবুর ভূমিকা সকল সুধীজনের প্রশংসা অর্জন করে। ঐ দিনই সন্ধ্যায় জৈন কলোনীর মোড়ে সালাম সেখের অস্থায়ী পটকার দোকানে একটি বোমা ফেটে দোকানদার সমেত এগারজন আহত হয়। আহতদের কয়েক জনকে নাকি মালদহ ও কলকাতার হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে। খেলনা বোমাও যে বিপর্যয় ঘটাতে পারে তা এতেই প্রমাণিত হলো। অবশ্য কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

আসাম চুক্তি

(২য় পৃষ্ঠার পর)

তাদিকেই একমাত্র বিদেশি নাগরিক ধরা যেতে পারে। যদিও জাতীয় নেতাদের পূর্বতন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কোন ভিত্তি বৎসর নির্দিষ্ট হওয়া ন্যায়সঙ্গত নয়। কিন্তু আন্দোলনকারী নেতাদের উদ্দেশ্যতো অতো সাধু নয় যে তারা সহজেই তা মেনে নেবেন। সে কারণেই তাঁরা কোন ক্রমেই ঐ সিদ্ধান্ত মানতে চাননি। তাঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্য দেশ বিভাগের ফলে আগত সমগ্র নূতন বাঙ্গালী পরিবারের বিতাড়ণ। অবশ্য রাজীব চুক্তি সেদিক দিয়ে কিছুটা উপকার যে না করেছে তা নয়। এযেন 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল' হলো। অন্ততঃ পক্ষে এই চুক্তির ফলে কয়েক লক্ষ নূতন বাঙ্গালী পরিবার উৎখাতের হাত থেকে রেহাই পেল। কিন্তু তথাপি আসামে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি স্থাপন এই চুক্তি দ্বারা সম্ভব নয়। কেননা পুরানো বর্ণ হিন্দুদের এই অসমীচীন আচরণ ভীতিগ্রস্ত করে তুলেছে শুধু নবান বাঙ্গালীদেরই নয়, উপজাতিদের এবং অহোমদেরকেও। এই কারণেই অহোমরা সজাগ হয়ে নিজেদের সংস্কৃতি ও ভাষাকে জাগিয়ে তুলতে থাইল্যাণ্ড থেকে শিক্ষক আনিয়ে নিজেদের বাচ্চাদের থাই ভাষা শেখাচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে তারা থাই থেকে পুরোহিত এনে অহোমদের প্রাচীন থাইদেশীয় উৎসব "মাদাম মেফি" উদযাপন করে। এই সমস্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্য্যকলাপ বৃদ্ধি পেলে আসামে আবার সমস্যা দেখা দেওয়া অসম্ভব নয়।

রক্তদান শিবির

ফরাক্কা, খেজুরিয়া ঘাট : তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের খেজুরিয়া ঘাটস্থিত কলোনীতে এফ, এস, টি এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের উদ্যোগে গত ১৯ নভেম্বর এক রক্তদান শিবির খোলা হয়। শিবির উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধানসভা সদস্য জনাব সামসুদ্দিন আমেদ। ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অম্লান পাণ্ডেসহ প্রায় ৫০ জন যুবক ও সমাজসেবী এই অনুষ্ঠানে রক্তদান করেন।

ক্যাথলিক চার্চ উদ্বোধন

সাগরদীঘি : গত ২১ নভেম্বর মনিগ্রাম রেল ষ্টেশনের সন্নিকটে অবস্থিত ক্যাথলিক চার্চের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ফাদার এবং ইটালী প্রমুখ বিদেশী রাষ্ট্রের খৃষ্টান মিশনারীরা উপস্থিত হন। আদিবাসী ছেলেমেয়েরা লাল রঙের পোষাকে সজ্জিত হয়ে নৃত্যগীতের মাধ্যমে চার্চে প্রবেশ করে। রাত্রে পঃ দিনাজপুরের বিখ্যাত আদিবাসী কবিয়াল হোপনা মুরমু সাঁওতালি ভাষায় কবিগান পরিবেশন করেন।

বিরাট আয়োজন

হিরো ম্যাজেসটিক,

ষ্টিল ফার্ণিচার, ফ্লাস্ক, ষ্টোভ, ভি আই পি, এ্যারিসটোক্র্যাট ও অস্কার সুটকেস, ইলেকট্রিক সরঞ্জামাদি, হকিন্স কুকার সঠিক দামে পাবেন।

উৎসব

দরবেশপাড়া

রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

শীঘ্র বিভিন্ন কোম্পানীর টিভি আমাদের কাছে পাবেন।

নিখুঁত টিভি

প্যানোরামা

এক বছরের গ্যারাণ্টিসহ

বিক্রেতা :

টেলিষ্টার ইলেকট্রনিক্স

রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ টিভি সারভিসিং করা হয়।

রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া মেন রোডে ব্যবসা ও বাসযোগ্য পুরাতন বাড়ী ৬ কাঠা জায়গাসহ সত্বর বিক্রয়।

যোগাযোগের ঠিকানা

ডায়মণ্ড লন্ড্রী

মিয়াপুর

রঘুনাথগঞ্জ ১৫নং ওয়ার্ডে দরবেশপাড়া ভগবতী মন্দিরের সামনে একখানি দোতালা বাড়ী বিক্রয় আছে।

যোগাযোগের স্থান

প্রশান্তকুমার রায়

রায় ভবন

রঘুনাথগঞ্জ, দরবেশপাড়া

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি

কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার

ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং

প্রোঃ রতনলাল জৈন

পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ফোনঃ জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

দুর্নীতির অভিযোগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দালাল মারফৎ পাট খরিদ করান। যদি কেউ তাদের মাধ্যমে না আসে তবে তার পাট খরিদে অযথা বিলম্ব সৃষ্টি করছেন। মনোনীত দালালদের পাট মজুত করার জন্য তিনি টাউন ক্লাবের একটি ঘরে পৃথক গুদাম করেছেন। বাকী সকলের জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে আগের পুরানো গুদাম ঘর। তার উপর চাষীদের পাটকে নিম্নমানের ঘোষণা করে তিনি প্রতি কুইন্টালে ৮-১০ কেজি গড়ানী ধরছেন। যেখানে সরকারী নিয়মে গড়ানী ধরার কথা ২ কেজি। বিশেষ অনাচারেক দালাল মারফৎ গেলে অবশ্য এর হাত থেকে রেহাই মিলছে। আরো শোনা যাচ্ছে তিনি পাটের মূল্য দিচ্ছেন অলিখিত ২১৪ টাঃ কুইন্টাল। যদিও সরকার নির্দ্ধারিত সর্বনিম্ন দর এরচেয়ে অনেক বেশি। তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ চাষীদের আরোও অভিযোগ, তিনি নাকি দালালদের কাছ থেকে চাষী পিছু দশ টাকা নজরানাও নিচ্ছেন। এইসব অভিযোগ কোঃ অপঃ ইন্সপেক্টরের গোচরে এনেও কোন ফল হয়নি। পাট চাষীদের আক্ষেপ চেয়ারম্যান মহঃ মুসা একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি, তাঁর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে সরকারী কর্তাব্যক্তিরাও ভয় পান তাই আমাদের চেয়ারম্যান ভরসা করে বসে বসে মার খেতে হবে।

ইন্সপেক্টিং বিচারপতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যায়, জঙ্গিপুর দেওয়ানী আদালতে মামলা জমে যাওয়ায় তিনি আরো একটি অতিরিক্ত মুন্সেফ কোর্ট খোলার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁর কথা মতো বর্ত্তমান স্থানেই আদালত ঘর চালু করতে কোন অসুবিধা হবে না এবং এই মর্মে জেলা জজ মারফৎ উপর মহলে জানানোও হয়েছে।

ইন্সপেকটিং বিচারপতি এ, পি ভট্টাচার্য্য পরিদর্শনকালে লক্ষ্য করেন জঙ্গিপুর ফৌজদারী কোর্টে ফৌজদারী মামলায় ফাইন্যাল রিপোর্টে প্রচুর মামলা খারিজ হয়ে যাচ্ছে। তিনি ক্ষোভের সাথে মন্তব্য করেন—'ফৌজদারী মামলায় এত ফাইন্যাল রিপোর্ট বাঞ্ছনীয় নয়।' এ ব্যাপারে তিনি স্থানীয় বিচারপতিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পরামর্শ দেন।

ঘোলাজলে আবর্তে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ঠিকাদারী সংস্থা আতঙ্কে পাততাড়ি গুটোতে বাধ্য হচ্ছে। এমন কি অনেকে তাদের মেসিনপত্র ও সরঞ্জাম ফেলে রেখেই পালিয়েছেন এমন খবরও পাওয়া যাচ্ছে। অভিযোগ, মস্তানী এমন পর্যায়ে এসেছে যে প্রশাসন কর্তৃপক্ষও তা দমন করতে পারছেন না। ফলে এলাকার মধ্য থেকেই প্রকল্পের প্রয়োজনীয় সিমেন্ট, ষ্টীল, দামীদামী আসবাবপত্র, লোহালক্কর বেআইনীভাবে বাইরে পাচার হয়ে কালোবাজারে বিক্রী হচ্ছে! ফরাক্কার আশেপাশের গ্রাম তিলডাঙ্গা, বেনিয়াগ্রাম, কেন্দুয়া, আধুয়া, শঙ্করপুর, অর্জ্জুনপুর, ঘোড়াইমারা, প্রভৃতি স্থান চোরাই চালানকারীদের ব্যবসা কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোম্পানীগুলিতে নিয়োগ নিয়ে রাজনীতির খেলাও ভালোই চলছে। কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ কেউই রাখেন না। রাজনীতি দাদাদের আর অসামাজিক মস্তানদের সন্তুষ্ট রাখতে নিয়োগক্ষেত্রে তাদের মতামতকেই বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়। এরফলে আশপাশের গ্রামের দরিদ্র শিক্ষিত বেকাররা পড়ে থাকছেন যে তিমিরে সেই তিমিরে। এই বিশাল কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে তারা মোটেই লাভবান হচ্ছে না। উপরন্তু যেসব কর্মচারী বিপদজনক কাজ করছেন তাদের নিরাপত্তার দিকেও কারো নজর নাই। কেউ দুর্ঘটনায় মারা গেলে তার পরিবার পরিজনদের ক্ষতিপূরণ দেবার নিয়মও চাপা পড়ে যাচ্ছে রাজনীতির আবর্তে। কাজের অগ্রগতি মোটেই হচ্ছে না, সংবাদ পেয়ে গত ১৯ নভেম্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এম, এল, সিংহ হেলিক্যাপটার যোগে ফরাক্কায় আসেন। তিনি অফিসার ও ইউনিয়নগুলির নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সুবিধা অসুবিধার কথা আলোচনা করেন। ঠিকাদারী সংস্থার প্রতিনিধিরাও তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়। আলোচনার পর কাজের গতি ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে সকলেই তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেন। জানা যায় সকলেই একমত হয়ে কথা দিয়েছেন সামনে বছর জানুয়ারীতে প্রথম ইউনিটটি চালু হবে ও ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্যব্যবহারের জন্য
সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার
এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।
সহজ কিস্তিতে বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

ফোন : ১১৫
কলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিরাপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুরদোকানের
VIP সেন্টারে
এজেণ্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।